

কাজে অগ্রগতি
০. এখন - আশঙ্কিত আ' কাজ

০৪/১২/১৩/১.১/১১

আগ্রহের উদ্ভাবিত বিনিয়োগসমূহের জন্য

১) আগ্রহের বিধি সুবর্তন উদ্ভাবিত হয় এবং সুবর্তন
২) আগ্রহের বিধি সুবর্তন উদ্ভাবিত হয় এবং সুবর্তন

... ..

कृत्रिमः - वाक्यान्तरे आशयान् कृत्रिम आशयान् कृत्रिम इति वदते ।

वर्तः - कृत्रिम विनिर्दिष्ट आशयान् वर्त इति ।

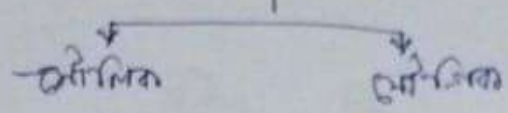
उपसर्गः - एक निमित्तान् आदेश् उपसर्ग आशय उद्देश्य कर्तुं तां उपसर्ग वदते ।

① उपसर्ग विनिर्दिष्टान् २ उपसर्गान् (वर्तः) कृत्रिम आशयान्
उपसर्गः - वाक्यान्तरे आशयान् कृत्रिम आशयान् कृत्रिम उपसर्गान् काले एक निमित्तान् आदेश् उपसर्ग आशय उद्देश्य कर्तुं तां उपसर्ग वदते ।

उपसर्गान् :-

- ① वाक्यान्तरे आशयान् कृत्रिम उपसर्गान्
- ② उपसर्ग आशयान् उपसर्गान् आदेश् उपसर्गान् कर्तुं उपसर्गान्
- ③ उपसर्गान् विनिर्दिष्टान् उपसर्ग आशयान् उपसर्गान् कर्तुं उपसर्गान्

असुवृत्ति



दोषलिका :- ये असुवृत्ति असुवृत्ति इति अकार एवः (असुवृत्ति) तां दोषलिका असुवृत्ति वदते ।

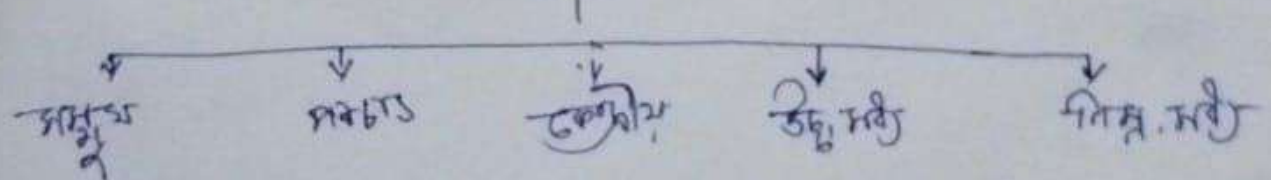
का, का, ई, उ, ए, ओ, अण (असुवृत्ति)

लोपोलिका :- ये असुवृत्तिक एव एव उपसर्गान् कर्तुं इति भावनात्तां तां लोपोलिका असुवृत्ति वदते ।

दोषलिका असुवृत्ति - २१६ (७१, ३)

लोपोलिका असुवृत्ति - २१६

असुवृत्ति



Bengali

B.S 8/12/23

দেবলী বা বুদ্ধ স্মৃতিস্মরণ [1]

মহিমা বা নীম স্মৃতিস্মরণ [1]

নীম স্মৃতিস্মরণ [-]

অতিরিক্ত কবিতা:-

Bengali

S.S 8/12/23

যে জগৎপ্রেমের মাঝে সুরবর্ন উচ্চারিত হয় তাকে সুন্দর বলা হয়,

যে জগৎপ্রেমের মাঝে ক্রুদ্ধবর্ন উচ্চারিত হয় তাকে দুর্ন্দর বলা হয়,

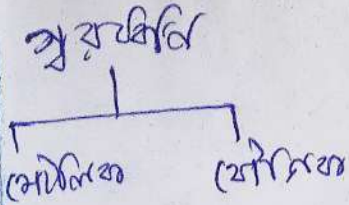
বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আন্তরিকতা কবিতা বলা হয়,

Bengali
P.R.C 13/12/23

বাংলা সাহিত্যের ছন্দে ছন্দে রচনা, (২০০৭) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহাপুরুষ বাবা হরপ্রসাদ)

Bengali
S.S

২২.10.২৩



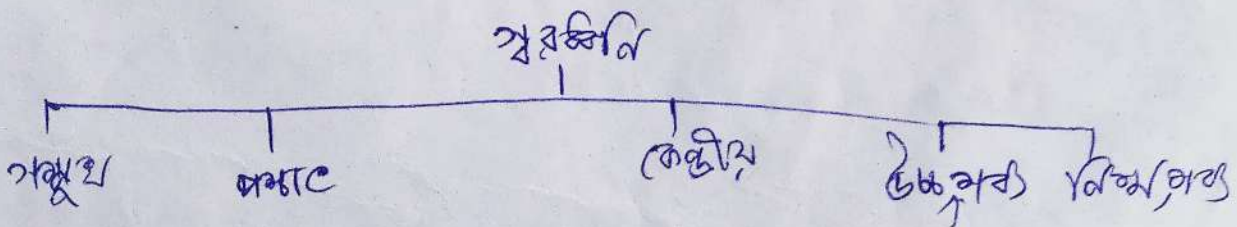
যে সময়ত স্বরধ্বনি স্থানি একক এবং অবিকৃত থাকে সেটাকে আধ্বনিক স্বরধ্বনি বলে।

অ, আ, ই, উ, এ, ও, ঔ (স্বরধ্বনি)

যে স্বরধ্বনি কে ভেদ করা যায় বা পানামাত্রায় বদলে দুটো উচ্চারণের সময় মিলিত হয় তাহলে যৌগিক বলে।

(যৌগিক স্বরধ্বনি - ২টি (আ, ই))

(যৌগিক স্বরধ্বনি - ২টি (ও, ঔ))



যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের স্বল্প সময়ের দিকে উচ্চারণ করে সেটাকে অক্ষর বলে।
যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের দীর্ঘ সময়ের দিকে উচ্চারণ করে সেটাকে সম্মিলিত বলে।
যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের স্বল্প সময়ের দিকে উচ্চারণ করে সেটাকে কৈশিক বলে।
যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের দীর্ঘ সময়ের দিকে উচ্চারণ করে সেটাকে উচ্চারণের নিয়ম/ভাষা বলে।

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের স্বল্প সময়ের দিকে উচ্চারণ করে সেটাকে অক্ষর বলে।